ইবিতে ছাত্রলীগের দুপক্ষের সংঘর্ষ

ইবি প্রতিনিধি
২৭ আগস্ট ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ২৭ আগস্ট ২০১৯ ০০:৩০

তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) শাখা ছাত্রলীগ ও সংগঠনের পদবঞ্চিত নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে সাংবাদিকসহ অন্তত ১৫ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। রবিবার রাত ১২টার দিকে সাদ্দাম হোসেন হল গেটে এ সংঘর্ষ হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও দলীয় সূত্র জানায়, শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রাকিব ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা হালিম গ্রুপের কর্মী মোশারফ হোসেন নীলের সঙ্গে দলীয় বিষয়ে কথা বলতে যান। এ সময় নীলের সঙ্গে থাকা ছাত্রলীগ কর্মীরা রাকিবকে বাধা দেন। রাকিব তাদের শান্ত করে নীলের সঙ্গে কথা বলতে চান। তখন রাকিবসহ তার সঙ্গে থাকা ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ধাক্কাধাক্কি করে সাদ্দাম হল গেটে নিয়ে আসেন নীলের সঙ্গে থাকা কর্মীরা।

এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল থেকে লাঠিসোটা, হাঁসুয়া ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে পদবঞ্চিত গ্রুপের আলমগীর হোসেন আলো, জুবায়ের, অনিক, বিপুলসহ বহিরাগত ৪০ থেকে ৫০ নেতাকর্মী সাদ্দাম হোসেন হলে এসে রাকিবসহ সঙ্গে থাকা

advertisement

নেতাকর্মীদের ওপর হামলা করেন। এতে ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক রাকিব ছাড়াও রাব্বি (অর্থনীতি), সাজ্জাদ, অপূর্ব (ইংরেজি), রাহিন (অর্থনীতি), নূর আলম (বাংলা), আযম (ইতিহাস), শুভ পান্ডে (ফিন্যান্স), শামসুর (ইংরেজি), সজিব (বায়োটেক) ও কর্তব্যরত সাংবাদিকসহ অন্তত ১৫ নেতাকর্মী আহত হন।

সংঘর্ষ চলাকালে ক্যাম্পাসে আতঙ্কে ছিলেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এ সময় বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ও তিন রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়।

এ বিষয়ে প্রক্টর (ভারপ্রাপ্ত) আনিসুর রহমান বলেন, ক্যাম্পাস শান্ত রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যে কোনো সংঘর্ষ এড়াতে প্রক্টোরিয়াল বডির সদস্যরা সদা তৎপর।

শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেন, শোকের মাসে ছাত্রলীগকে বিতর্কিত করতে পূর্বপরিকল্পিতভাবে বহিরাগত, মাদকাসক্ত, অছাত্র ও গুপ্ত শিবির ক্যাডারদের দিয়ে আমাকেসহ আমার কর্মীদের ওপর হামলা করেছে। ক্যাম্পাসে কীভাবে মাদকাসক্ত, বহিরাগত ও অছাত্ররা অবস্থান করতে পারে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি, ক্যাম্পাস বহিরাগতমুক্ত করতে হবে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিচারের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।